মন্দার মালা



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামীস্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

মন্দার মালা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

প্রণীত

প্রথম সংস্করণ, ১৪১৫

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১০

ধর্ম্মার্থ শুল্ক ঃ— বত্রিশ টাকা (মাশুলাদি স্বতন্ত্র)

COLLECTED BY MUKHERJEE, TK, DHANBAD

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার) [2008]
প্রকাশক—অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, রামাপুরা, বারাণসী-২২১০১০
দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

ঃ পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, সি-আই-টি রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ ঃ (০৩৮১)২২২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ ঃ (০৩৮৪২) ২২০৩৩৩
"সাধন কুঞ্জ" ঃ হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড ● দূরভাষ-০৩২৬ ২২০৩২২৮

দি মাল্টিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড ঃ ৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

প্রিন্টার ঃ—অযাচক আশ্রম
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস
ডি৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

পরমারাধ্য অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস-দেব—ভক্তজনের প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীবাবামণি কাব্য বা সাহিত্য রচনার জন্য কিছু লেখেন নাই। ধার করিয়াও কিছু লেখেন নাই। অনবদ্য সঙ্গীতের নির্ঝরিণী ধারার মত কবি প্রতিভায় তাহা বিকশিত ও প্রকাশিত। প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীবাবামণি একজন স্বভাব কবি। হিমশীতল আরামদায়ক কুঠীতে বসিয়া বা নিরালায় শান্তিনীড়ে বসিয়াও 'তিনি' কোনও কবিতা বা গান রচনা করেন নাই। প্রকাশ্য রাস্তায় বহু লোকের ভীড়ে, ট্রেনে প্রচণ্ড ভীড়ে, জনকোলাহলে হঠাৎ কবির মাথায় গান আসিল, যে কাগজ বা কাগজের টুকরা পকেটে পাইলেন তাহাতেই গানটি লিখিয়া রাখিলেন। কবি স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের অধিকাংশ গানই এইভাবে রচিত।

তিনি অভিক্ষু সন্ন্যাসী! ভিক্ষা প্রার্থনাও করেন না। ভারতের লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসীর মধ্যে তিনি একটী ব্যতিক্রম, স্বতন্ত্র সত্তা। নিজের অভাবও তিনি কখনও কাহাকেও জানিতে দেন নাই। সমগ্র পৃথিবীর বুকে তিনি একটী বিস্ময়।

সহস্রাধিক গানের রচয়িতা তিনি। "মন্দির", "মূর্চ্ছনা", "মঙ্গল মূরলী" ও "মধুমল্লার"—এই চারটী সঙ্গীতগ্রন্থে সহস্রাধিক সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে। শব্দবিন্যাসের অসাধারণত্বে, অর্থের সরলতায়, ভাবের উচ্চতায় গানগুলি অসাধারণ ও অতুলনীয়। জনসমাজে সমানভাবে আদরণীয় হইয়াছে।

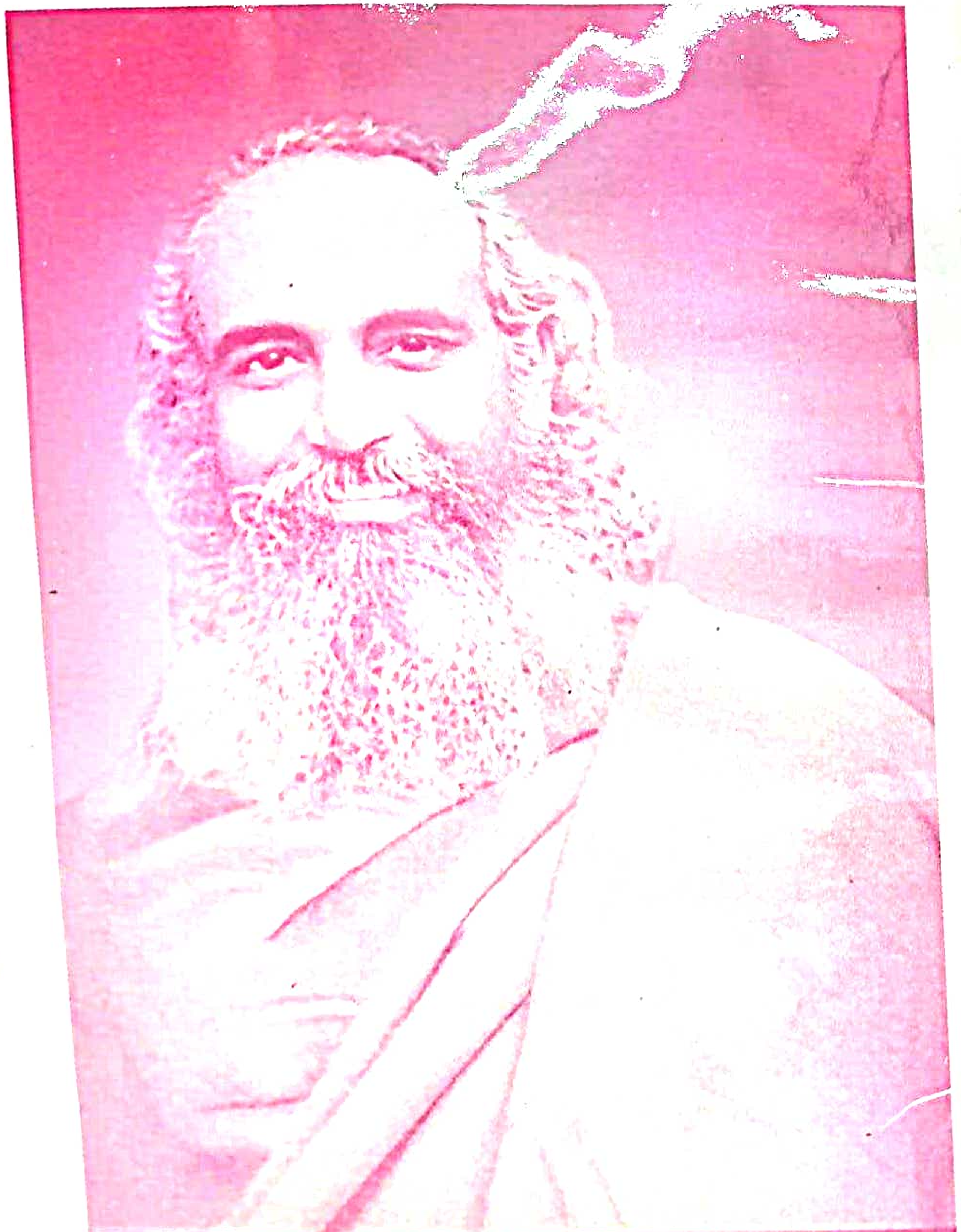
বস্তুতপক্ষে অখণ্ড আদর্শ এবং অখণ্ড ভাবধারা প্রচার ও প্রসারের সুফল হেতু শুধু ভারতবর্ষ নহে, বর্হিবিশ্বে আজ অখণ্ড ভ্রাতা-ভগিনীগণ সর্ব্বত্র "স্বরূপানন্দ সঙ্গীতের আসরের" মাধ্যমে শ্রীশ্রীবাবামণির শুভ জন্মোৎসব পালন করিতেছেন। বিভিন্ন স্থানে "স্বরূপানন্দ সঙ্গীতের আসর" কোথাও কোথাও ঘণ্টার পর ঘণ্টা অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত সমানভাবে চলিতেছে। সুধীসমাজে এই গানগুলি একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

"মন্দার-মালা" তাঁহার আর একটী গানের গ্রন্থ। "মন্দার-মালায়" রচিত গানগুলি "প্রতিধ্বনি" মাসিক পত্রিকায় বাং ১৩৮৪ সালের আশ্বিন সংখ্যায় প্রথমে একটী এবং পরবর্ত্তী "প্রতিধ্বনি" ১৩৮৬ সালের "শ্রাবণ" হইতে ১৩৮৭ সালের "আশ্বিন" সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই ৯৫টি 'মন্দার'-পুষ্পকে একত্রে গ্রথিত করিয়া "মন্দার মালা" গ্রন্থ রূপে এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ইহাই "মন্দার-মালা" কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণ। অন্যান্য সঙ্গীতগ্রন্থের গানগুলির ন্যায় "মন্দার-মালা"র ৯৫টি গানও সাধক সমাজে, কবি সমাজে, গায়ক সমাজে এবং জনসমাজে সমান আদরণীয় হইবে—আমরা এই বিশ্বাস রাখি। ইতি— ১লা বৈশাখ, ১৪১৫ সন।

বিনীত নিবেদক—
সন্ন্যাসিনী সংহিতাদেবী

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯বি স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী

উপহার



অখন্ডমন্ডলেশ্বর
শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

মন্দার মালা

(১)

নন্দন অনুসন্ধান করি'
মন্দার-মালা গেঁথেছি,
অন্ধ-তামসী অমাবস্যায়
জ্যোতিরুল্লাসে মেতেছি।।

বক্ষ ভরেছে প্রাণভরা আশা,
হৃদয় জুড়িয়া শুধু ভালবাসা,
লক্ষ মানবে বাহু-বন্ধনে
প্রেমালিঙ্গনে বেঁধেছি।।

পরম-পুলক করিয়া সৃজন
করিয়াছি লাভ সাধনার ধন,
সকল পরেরে করিয়া আপন
নব-সংসার পেতেছি।।

(২)

লেগে যা গায়ের জোরে,
যা এগিয়ে জিদের বশে,
আকাশের বজ্র-বাদল
পড়ুক না মাথায় খ'সে।।

বাধা আর বিঘ্নরাশি
শু'নে তোর প্রকট হাসি
ভয়াতুর শীর্ণ প্রাণে
বেমালুম যাক্ না ধ্ব'সে।।

থামিবার সময় যে নাই,
থেমে তুই যাস্‌নে রে ভাই,
দৃঢ়তায় ধরবি রে হাল
সঠিক জায়গাটীতে ব'সে।।

নাইকো ক্লান্তি, নাই কোনো ভয়,
অনুখন চিত্ত-বিলয়
করবি রে তুই দিবস-রাতি
ডুবে থেকে নামের রসে।।

(৩)

নয়নে মাখিয়া দাও
প্রেম-পরিমল,
যাহা-কিছু চখে দেখে
সতত যেন নিরখে
ত্যাগ-উজ্জ্বল।।

সবাই সবার পানে
নিয়ত নিরত দানে,
সবাই সবারে ভাল
বাসে অবিরল,
সবাই সবার লাগি,
প্রেম-বিহ্বল।।

কেহ নহে একা একা
নিজের তরে,
কেহ নহে ক্রিয়াবান্
স্বার্থ-ভরে,
সবাই সবার লাগি'
চির-চঞ্চল।
স্বার্থ নহেক কারো
সুখের অতল।।

(৪)

একটী শিকল ভাঙ্গতে গিয়ে
হাজার শিকল পরবি নাকি?
মুক্তি-সমর-অঙ্গনে তুই
আন্‌বি ভানুমতীর ফাঁকি?

দিগ্‌-বিদিকের হিসাব ছেড়ে
লোভ-লালসা উঠ্‌ছে বেড়ে,
এক শকুনে হাজার শকুন
কৌশলে যে আন্‌বে ডাকি'
কি লাভ হবে লোক-দেখান
সাধুর নিশান তুঙ্গে রাখি'?

দশ দিকেতে তাকাস্‌ কেন?
আসল বস্তু জোরসে ধর্‌।
ঐটি ছাড়া তিন ভুবনে
আর সকলি বিনশ্বর।

সতর্ক হ, হ সাবধান,
সম্মুখেতে আসছে তুফান,
গণ্ডগোলের হুলস্থুলে (যেন)
লক্ষ্যহারা না হয় আঁখি।।

(৫)

জনে জনে কথা শুনাইতে হ'লে
ঘরে ঘরে যেতে হয়
কুণ্ঠা-লজ্জা পরিহার করি'
ত্যজিয়া সকল ভয়।।

জনমই যে তোর সবার লাগিয়া
করিতে আত্মদান,
অঞ্জলি ভরি' ডালি দিতে হবে
আত্মা শরীর প্রাণ,
সবার-কুশল মহান্‌ যজ্ঞে
করিতে হইবে লয়।।

দীর্ঘ জীবন কাটাইয়া দিলি
তথাপি কেন রে হেলা,
অবসর কবে পাবি রে জীবনে?
ফুরাইয়া এল বেলা।
এখনো কথাটা বুঝিলি না তুই,
আসিল না প্রত্যয়।।

(৬)

জগতেরে দিয়া সেবা
নিজে হবি লাভবান্,
বুকে এসে দিবে ধরা
স্বয়ং শ্রীভগবান্।।

নিজের লাভের লোভে
না করিয়া কোনো কাজ
সবার সুখের লাগি'
সুদীন ভিখারী সাজ্
ত্যজি মিছা লোকলাজ,
ত্যজি' মান-অভিমান।।

জীবে জীবে ব'সে আছে
তোরই ত'নয়ন-মণি,
তোরে চাহে কাছে কাছে
তোরই ত'রসের খনি,
তোরে কত বাসে ভাল
কে করিবে পরিমাণ?

(৭)

জনম জনম শুধু
করিয়াছি ঋণ,
কি ক'রে করিব শোধ
ভাবি নিশিদিন।।

দেহ থেকে দেহ এল,
মন থেকে মন,
বংশ বাহিয়া গুণ
করে বিচরণ;

যত বিচরণ করে
তত গুণ ভারে বাড়ে;
মহৎ হইল, যারা
ছিল দীনহীন।।

প্রতিটি ঋণের কড়ি
দিব ফিরাইয়া;
যত সব দিয়াছেন,
দিব পুরাইয়া;

স্তব্ধ করিয়া দিয়া
হিংসার কলরোল
মিলনের ঝঙ্কারে
বাজাইব বীণ্।।

(৮)

কত কাল ধ'রে বাহিরে ও ঘরে
ছুটি আমি একা একা,
ঘুরি দশদিশি জাগি' দিবানিশি
তথাপি পাইনি দেখা।।

এই বুঝি আসে! এই বুঝি যায়!
অন্তরে সদা আশা জাগে হায়!
কত কেঁদে মরি "প্রেমময় হরি
দেখাও চরণ-রেখা।"

বৃথা কি জীবন বিতাইয়া দিব?
বিফলতা শুধু কুড়াইয়া নিব?
চিরকাল শুধু কেঁদেই মরিব?
এই কি ললাট-লেখা?

(৯)

শঙ্কিতা ধরণীর শঙ্কা হরিতে বীর
নির্ভয়ে হ রে আগুয়ান্।
কর্ম্মরণাঙ্গনে দর্পিত বিচরণে
তোর সাথী শুধু ভগবান্।।

সকলের ভয়নাশ করিতে
মৃত্যু তোরে যে হবে বরিতে,
নির্ম্মম মহাহবে
হেলায় করিতে হবে
জীবনের দীপ-নির্ব্বাণ।।

না মরিয়া যারা চায়
অমর হইতে হায়!
দেখিতে কি না দেখিতে
তারা সবে মুছে যায়;
যে পারে মরিতে, তার
অমরায় অধিকার,
মৃত্যু তাহার মহাদান,
একের মরণ-মুখে
আধমরা লাখে লাখে
চকিতে লভিয়া যায় প্রাণ।।

(১০)

নিমগ্ন আমি হ'য়ে যেতে চাই
তব পবিত্র নামে,
রূপান্তরিত করিব ধরণী
তোমার পুণ্য ধামে ।।

সকল দুঃখ করি নিবারণ
সবারে করিব আপনার জন,
পরম অমৃত করি' আহরণ
বিলাব ডাহিনে বামে।
না চাহিতে আমি পূর্ণ করিব
সবার মনস্কামে ।।

যে কাঁদিছে, তারে শিখাব হাসিতে,
অভয় বিলাব ক্ষুধিতে ত্রাসিতে,
দুর্ব্বল জনে শিখাব নাশিতে
ক্রোধ লোভ মোহ কামে
ইহজীবনেই দেখিতে নয়নে
প্রেমময় অভিরামে ।।

(১১)

শিবাকুল করিবে চীৎকার,
কি লাভ হইবে বল
করি' তিরস্কার?

ভাল কাজে শত বাধা থাকে,
সত্য কাজ সত্য ধ'রে রাখে,
সবল প্রাণের শিখা
অনির্ব্বাণ থাকে লিখা,
ইতিহাস যুগে যুগে
করে আবিষ্কার
পরিচ্ছন্ন অতীতের
বীণার ঝঙ্কার।।

যে যাহা করেছে মন্দ
তাহা তারি হবে,
কর্ম্মফলে পরিত্রাণ
কারো নাহি ভবে;
অসত্য লভিবে নিত্য
নির্জ্জলা ধিক্কার,
সত্য কাজ করে যাও,—
পাবে পুরস্কার।।

COLLECTED BY MUKHERJEE, TK, DHANBAD

(১২)

মৃত্যু যদি না থাকিত
এ ভব-সংসারে,
আসিতে কি পারিতাম
হেথা বারে বারে?

মরিলাম, তাহাতেই
অন্ত নাহি হ'ল,
নবীন যাত্রার পথে
মহানন্দে চল;
মিটাতে পারনি হায়
যে কাজটুকুর দায়,
তাহাতেই নবজন্মে
লাগ অবিরল,
স্নান করি' বিধাতার
করুণার ধারে।।

মরিবার আগে মরে
কাপুরুষ যারা,
মরিবার পরে পরে
যাত্রা-পথ-হারা;

মরিয়াও মরে না কো—
ভাগ্যবান্ তারা—
কর্ম্মপথ যাহাদের
পুণ্য পর-পারে।।

(১৩)

জীবন ভরিয়া কিছুই করি নি,
করিয়াছি শুধু বাচালতা;
মাটির সঙ্গে নাই পরিচয়,
আকাশে রচেছি আশালতা।।

অসময়ে পড়ি' মূল খুঁজে মরি,
হেথায় হোথায় বৃথা ঘোরাঘুরি,
অন্তরে শুধু যন্ত্রণা হায়,
কাহারে খুলিয়া বলি কথা।।

দুঃখের মালা কারে পরাই,
অসহ বেদনা কারে জানাই;
মরমী বন্ধু কেহ ত নাই।
কাহারে জানিব দরদী ভাই?
কাজে আসিল না কোনো সম্বল,
সার্থক শুধু বিফলতা?

(১৪)

অহঙ্কারের জীর্ণ ভূষণ
করব পরিত্যাগ,
ললাট জুড়ে উঠুক ফুটে
দীপ্ত ভানুর রাগ।।

সবার লাগি জীবন আমার
আজ বুঝেছি সার,
তাই ত' দেখি চক্ষে সবার
মুগ্ধ অনুরাগ।
ঘুমের ঘোরে ছিল যারা
আজকে সাড়া দিচ্ছে তারা,
মুহূর্ত্তেকে সবাই যেন
নির্ম্মোহ সজাগ।।

মিথ্যা আশার চর্চ্চা ক'রে
যা করেছি ভুল,
গায়ের জোরে তুলব রে সব
উৎপাটি' সমূল।
দংশিবারে পারবে না আর
ক্রুদ্ধফণ নাগ।
আজকে আমার দূর হয়েছে
সকল কালো দাগ।।

(১৫)

পূর্ণ মানুষ হব রে ভাই,
পূর্ণ মানুষ হব।
অহঙ্কারের গোলাম হ'য়ে
আর কতকাল র'ব?

আর কতকাল করব রে ভাই
আত্মপ্রবঞ্চনা,
নিজের দোষেই নিজকে দিব
অসহ্য লাঞ্ছনা?
ভিক্ষুকাধম হয়েও করব
অসত্য গৌরব?

হাজার দোষের হয় রে ক্ষমা
আত্মবিসর্জ্জনে,
জীবের সেবাই ধন্য করে
সমগ্র জীবনে,
হব রে ভাই নির্ব্বিচারে
সবারি বান্ধব।
করব না আর কপটতার
মিত্যা কলবর।।

(১৬)

গান গেয়ে যাব আত্মদানের,
হোম ক'রে যাব আত্মাহুতির,
মাতাল করিয়া তুলিব ধরণী
বীণা-বেণু-রবে সহানুভূতির।।

জগঝম্পের তালে তালে নাচি'
উগারি' তপ্ত নিজ-শোণিত
পায়ের লাথিতে পাথর ভাঙ্গিয়া
গড়িব জগতে নূতন ভিৎ;
রচিব নূতন সিদ্ধি-সাধনা
শঙ্কাবিহীন দেব-জাতির।।

মানুষ কেবলি মানুষ রবে না,
মানুষের চেয়ে হবে সে বড়,
আদর্শ তার হইবে উচ্চ,
চরিত্র হবে উদারতর,—
বাহুতে শতেক বজ্রের বল,
নয়নে প্রেমের অশ্রুনীর।।

(১৭)

দেব-মানবেরা আসিবে ভারতে
বিশ্বে বিলাতে দেব-জীবন,
বিশ্বে বিলাতে অঞ্জলি ভরি'
কোটি জনমের পুণ্য-ধন।।

নিখিল জগতে দিতে ভালবাসা
হবে তাহাদের যাওয়া আর আসা,
সকল পতিতে বুকে তুলে নিতে,
করিতে সবারে আপন জন।।

আত্ম-আহুতি দিয়া বার বার
দেব-জীবনের করিবে প্রসার,
একটী লক্ষ্যে দৃষ্টি তাদের
একটী কাজেই মৃত্যু-পণ।।

(১৮)

প্রভু হ'তে চাস নে রে তুই,
সেবক হওয়াই আসল কথা,
প্রভুর আসন কোথায় কটা ?
সেবকের কাজ যথা তথা।।

কর্ত্তা হ'তে পারলি না রে,
তাই কি কাঁদিস্ বারে বারে?
কর্ত্তা যারা, অন্ধ তারা,
বুদ্ধি তাদের বিফল-ব্রতা—
কর্ত্তাগিরি করতে গিয়ে
হারায় সেবার সার্থকতা।।

কর্ত্তা যিনি তিন ভুবনের,
তাঁরেই শুধু জান্ রে জান,
ধ্যান, ধারণা, জ্ঞান দিয়ে তুই
তাঁরেই শুধু মান রে মান;
তাঁর চরণে শির নোয়ায়ে
রুচিরে কর ভজন-রতা।।

(১৯)

রজত-রেখায় তুমি
লিখে দিলে মোর নাম,
পরাণে জাগিল ভয়
বিধি বুঝি হ'ল বাম।।
না দয়াল চাহি না'ক
প্রশংসা-কলরব,

তোমার চরণ-তলে
ডুবে যাক্ মোর সব;
সব মান অভিমান
তোমাতে করিয়া দান
রিক্ততা মাঝে চাহি
জীবনের বৈভব;
শরণ আমারে দাও
তব পায়ে অবিরাম।
তুমি মোর প্রাণারাম
তুমি নয়নাভিরাম।।

লহ মম অবারিত
হৃদয়ের ভালবাসা,
যার তরে শ্বাসে শ্বাসে
করি সদা যাওয়া আসা,
চাই শুধু অকাতরে
লভিতে চরণ-রেণু
করিতে নিরভিমানে
অদেখা কোটি প্রণাম।
ওগো চির-পুরাতন,
নিতি নব গুণধাম।।

(২০)

ভগবৎ-প্রেম হোক্ কামনা-গন্ধহীন,
মানবীয় প্রেম হোক্ ভগবৎ-প্রেমে লীন।
মানুষ দেবতা হোক্ ভোগ-লুব্ধতাহীন,
চিন্তা ও আচরণে অকপট অমলিন।।

মানুষ ও দেবতায় যত আছে ব্যবধান,
সাধনার বলে তার সব হোক্ অবসান।
দেব-আচরণে যদি দোষাবহ কিছু থাকে,
তবে তার হ'য়ে যাক শ্মশান-অনলে স্নান।
ভোগের লালসা আর যশের লালসা থেকে
পাশহীন হোক্ আর থাক্ তারা অনধীন।।

দেবতা ও অসুরেরা করেছিল হানাহানি,
মারামারি, কাটাকাটি বাড়াতে ধরার গ্লানি,
সবারে ফিরাতে চাই করিয়া কলুষহীন,
একতালে বাজাইব অযুত প্রেমের বীণ,
"জননী, জন্মভূমি, বিশ্ব এ নহে তিন,
জনম নিয়াছ হেথা, তাই কেহ নহ হীন।।"

(২১)

তব অপরূপ সৃষ্টিরে তুমি
কর সুন্দরতর,
পাপ-অপরাধ স্বার্থ-বিলাস
সমূলে হরণ কর।।

কর-অনিষ্ট-বৃত্তিরে তুমি
দূর কর অনায়াসে,
চির-দুঃখীর মলিন আনন
তৃপ্তিতে যেন হাসে,
হিংসা, নিন্দা, অপবাদ হ'তে
সবারে রক্ষা কর,
শান্তি-স্নিগ্ধ সুশীতল হোক্
প্রেমময় চরাচর।।

ত্যাগের বহ্নি জ্বালিয়া হৃদয়ে
সুমহান্ কর অতি নীচাশয়ে,
বাসনা-বিহীন কর কৃপাময়
সকলের অন্তর।।

(২২)

মাটির পৃথিবী ধুলা-বালি ভরা,
তবু কারে ভালবাসি,
জীর্ণ শরীর করি' পরিহার
নব দেহে হেথা আসি।।

চির পুরাতনে নিতুই নতুন
মাধুরী তোমার করি দরশন,
তুমি অতুলন, তুমি অফুরন
বাজাও প্রেমের বাঁশি,
সবারে মিলায়ে করিছ অভেদ
হাসিয়া মধুর হাসি।।

কত যে গেলাম, কত আসিলাম,
হিসাব নাইক তার;
যেথা যত জীব, তথা তত শিব,
সীমাহীন অবতার,—
ঘুচাইতে শুধু ধরনীর ভার
স্বার্থবুদ্ধি নাশি'।।

(২৩)

আপদ-বিপদ যবে
বেড়িয়া ধরে,
তখনি আকুল হই
তোমার তরে।।
তখনি আতঙ্ক-রাশি
দিগন্তে ফুটায়ে হাসি
প্রাণমনে জীবনীয়
সুধা বিতরে।।

তাই ত' বিপদ আমি
চাহি বারবার,
তোমারে ভুলিতে যেন
নাহি পারি আর,
হৃদয়ে রতন হয়ে রহ অনিবার
অহেতুক করুণা-বশে।।

(২৪)

তোমারেই চাই, শুধু
তোমারেই চাই,
অন্তরে আর কোনো
কামনাই নাই।।

দূর' হ'তে শুনি তব
বংশী-নিনাদ
পূরে যায় জীবনের
সবকিছু সাধ;
ভুলে যাই বিরহের
বিরস বিবাদ,
তোমারেই যেন
পেয়ে যাই।।

কত জন কত ভাবে
লভে তোমারে,
আমি লভি আলো-রূপে
ঘোর আঁধারে;—
জীবন-বীণার প্রতি
তারে তারে
সুরময় চলে রোশনাই।।

(২৫)

মন বড় ব্যাকুলিত
নাহি প্রাণে শান্তি,
চুপ ক'রে বসে থাকি
তবু দেহে শ্রান্তি।।

আকুল অধীর প্রাণে
যদি কোথা ছুটে যাই,
মিলে শুধু বিফলতা
কোনো শুভফল নাই,
মরুভূমি-সম দেখি
যে দিকে আঁখি ফিরাই।
জীবন বহন করা
অসহন ভ্রান্তি।।

শুধু একটুকু আশা
তুমি মোরে ভোল নাই,
তব মধুমাখা নাম
সদাই স্মরণে পাই।
যেদিকে ফিরাই আঁখি
খনে খনে যেন দেখি
তোমার করুণা-মাখা
চরণের কান্তি।।

COLLECTED BY MUKHERJEE, TK, DHANBAD

(২৬)

তুমি আছ ব'লে আমি
আছি কোনো রকমে,
করুণা কত যে তব
দীনাদপি-অধমে।।

তুমি যদি না থাকিতে
কার কাছে পাইতাম
তোমার মধুরতম
প্রিয় ওঙ্কার-নাম?
শতরূপ পরিহরি'
তুমিই পরম-হরি,
পশিলে করিয়া জয়
হৃদি-মন-মরমে।।

তোমার পরশটুকু
যেন নাহি ভুলে যাই
স্মৃতির সুরভি-রূপে
দিবা-রাতি যেন পাই।
দেহ-মন-প্রাণ যেন
বিচারবিহীন প্রেমে
তোমারি রাতুল ঐ
পদযুগে প্রণমে।।

(২৭)

ধার-দেনাতে নাকাল হ'য়ে আছি,
পরিশোধের পথ না পেলে
কেমন ক'রে বাঁচি?

রাস্তা-ঘাটে চল্‌তে গেলে
পকেট-মারও সঙ্গে চলে,
অজান্তে হায় চালায় নিঠুর
বোচ্‌কা-কাটার কাঁচি।।

কেমন ক'রে চিন্‌ব হরি
কে বন্ধু সজ্জন,
কে আমারে রক্ষা করে
নিত্য অনুক্ষণ?
বেদেই শুধু বুঝতে পারে
কেউটে সাপের হাঁচি।।

(২৮)

তোর ভিতরে আমার প্রভু
নিত্য বিরাজ্‌মান,
তাই ত'তোরে বাসি ভাল,
হৃদয় করি দান।।

সকল জীবে দেখ্‌ব শিবে,
এই ত'অভিলাষ;
মিথ্যা মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে
পর্‌ব না ক' ফাঁস,—
নিত্যশিবের বন্দনাতে
সঁপ্‌ব মনঃ-প্রাণ।।

তোরা আমার বন্ধু হ'য়ে
শিবের মূর্ত্তি ধর্‌,
চখের সকল মায়ার নেশা
কর্‌, বিদূরণ কর্‌,
কলির কলঙ্কিত প্রভাব
লভুক অবসান।।

(২৯)

সত্য কারো কথার বাধ্য নয়,
নিরঙ্কুশ প্রতাপে চলে
নির্ভয়ে তার দিগ্বিজয়।।
নির্ভয়ে সে করে জয়
বিঘ্ন-বাধা-সমুচ্চয়,
অসত্য অধর্ম্ম নাশি'
আনে সে মহাপ্রলয়।।

ভুল যদি তুই
ক'রেই থাকিস কিছু,
সমগ্র জীবনটা জুড়ে
ছুটিস না তার পিছু,
সত্যরূপী মহাযজ্ঞ
দেখুক বিশ্ব সবিস্ময়।
উঠুক হেসে বিশ্বজুড়ে
পরব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়।।

(৩০)

এতদিন কাটিয়েছি কত ভয়-ভাবনায়,
কত হায় বকেছি প্রলাপ,
সময় বহিয়া গেল খরতর বেগে হায়,
মনে বড় জাগে অনুতাপ।।

মুখে বলিয়াছি, "আমি ভালবাসি তোমারে,
তোমারেই চাহি শুধু আলোকে কি আঁধারে",
বুঝি নাই বাহাদুরী কথার দাপটে মোর,
সত্যের শুধু অপলাপ,
অভিমান অহমিকা স্পর্দ্ধাই বাড়ে শুধু
যত আগু-বাড়ে ধাপে ধাপ।।

নিজের গরজে তুমি আমারে টানিয়া লও
তোমার চরণ-তলে আজ,
জোর ক'রে ছিঁড়ে দাও সর্ব্ব-অঙ্গ-মোড়া
ধার-করা বাচালের সাজ,
তোমার নামের মাঝে প্রকটিত হোক্ নাথ
তোমারই অমিত প্রতাপ,
আমার "আমি"তে যেন ভিতর-বাহির জুড়ি'
পড়ে তব চরণের ছাপ।।

(৩১)

জীবনের প্রতি তারে তারে আজ
বাজুক প্রলয় ছন্দ
বিনাশিতে যত অশিব অদেব
লালসা-অন্ধ মন্দ।।

আরোহণ আর অবরোহণের
প্রতিটি চলন-ভঙ্গে
প্রেমালিঙ্গন লভিয়া জীবন
মাতুক সৃজন-রঙ্গে,
(চাহি) নিখাদ পরমানন্দ।

তোমারে পাইয়া অভয় হইয়া
হইব সত্যসন্ধ
সবাই সবারে জানুক আপন
ভুলিয়া বিষয়-দ্বন্দ্ব।।

দূর আর পর রহিবে না কেহ,
ভেদ-বিচ্ছেদ ভুলি'
সবাই সবারে মহাসমাদরে
বক্ষে লইবে তুলি';
মুছে যাবে যত কোটি জীবনের
নোংরা পথের ধূলি
(সবে) খুঁজিবে কর্ম্মবন্ধ।।
মুক্ত জীবনে আননে আননে
ঘুচিবে মায়ার ধন্ধ।।

(৩২)

ভ্রমিলাম আমি ত্রিভুবনে কত দেশ,
দেখিবার মত দৃশ্যের নাহি শেষ।
কিন্তু মানুষ খুঁজিয়া কোথায় পাই,
এই কথা ভেবে অন্তরে পাই ক্লেশ।।

তিল সম নাই যাহার জীবনে ভাণ,
নাহি অভিনয়, নাহি কোনো অভিমান,
যার কাছে সবে সমান্ মূল্যবান্—
নানা জনে নানা পরুক না ভূষা-বেশ,
যাহার নয়নে নিয়ত জাগিয়া থাকে
জীবে জীবে দয়া, অতুলন প্রেমাবেশ।।

সবার লাগিয়া সমান আত্মাহুতি,
কোথায় বিরল প্রেমিক সে মহাযতি?
তারে যদি পাই, আর কোনো ভয় নাই!
হেলায় জাগিবে পতিত অধম ধরা,
শতাব্দী-জোড়া দুঃখ ও অপমান
নিজ বাহুবলে করে দেবে নিঃশেষ।।

(৩৩)

চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা আদি
নিজ রুচিমত বিষয়েরে আস্বাদি'
কল্যাণ-পথে হয়েছে বিষম বাদী,
তাদের উপরে আর ত' ভরসা নাই।

হে মানুষ! তুমি আত্মপ্রকাশ কর,
মানব-মূর্ত্তি পূর্ণত খুলে ধর,
দেখাও, মানুষ দেবতার চেয়ে বড়,
তবে ত তোমারে পাইবার মত পাই!

যত জীবকুল উন্নত হতে চায়
কোটি প্রজন্মে মানুষের তনু পায়,
দেবতার দল লভিয়া মানব-কায়
শিখায় সকলে "সবাই সবার ভাই"।।

(৩৪)

করিস না দেরী, উন্নতশিরে
দাঁড়াবি রে তোরা আজ
বিপদ-বহুল বিশ্ব-বিঘ্ন-মাঝ,
প্রতিষ্ঠা তোরা করিবি জগতে
সত্য-ধর্ম্ম-রাজ।।
মিথ্যার চর ভাসি' আঁখিনীরে
দূরে সরে যাবে অবনত শিরে,
মহিমান্বিত সত্যসেবক
পর রে বীরের সাজ,
ত্যাগ-ফল তোরে জানাইয়া দিবে
জগতে কি তোর কাজ।।

COLLECTED BY MUKHERJEE, TK, DHANBAD

পরিহরি' পাপ তথা অধর্ম্ম
বুঝিয়া সত্য পথের মর্ম্ম
দিবারাতি পথ চল্ রে আজিকে
দুপুর, সকাল, সাঁঝ
দ্বিধা-সঙ্কোচ কুণ্ঠা ভুলিয়া
ভুলি' ভয়, ভুলি লাজ।।

(৩৫)

অতীব উচ্চে, অতীব নিম্নে,
অতি দূরে, অতি কাছে,
প্রিয়তম মম দিবস-রজনী
মম অন্তরে আছে।।

আমার সঙ্গে বাঁধিয়া লইয়া
বিশ্বের কোটি প্রাণ,
মধুমাখা তাঁর আশ্বাস-ভাষে
সবারে করিছে ত্রাণ,
সবারে চাহিছে করিতে আপন,
ছোট বড় নাহি বাছে।।

একটি প্রাণীও বাদ দিয়া নহে,
সবারে লইয়া ঘর,
ভুত-ভবিষ্য বিস্তার করি'
মিলায় আপন পর;
সবারে ছাড়িয়া তাই ত' গো আমি
একা তাঁরে চাহি না যে।।

(৩৬)

জীবন সফল হোক্ অকাতর বলিদানে,
জীবন সফল হোক্ ত্যাগে,
জীবন সফল হোক্ চিরনির্ভয় প্রাণে
কপটতাহীন অনুরাগে।।

জীবন সফল হোক্ নিষ্কাম কর্ম্মে,
জীবন সফল হোক্ শ্রমে,
জীবন সফল হোক্ সত্যে ও ধর্ম্মে,
পরিহরি লালসার ভ্রমে,
জীবন সফল হোক্ সন্ন্যাসে সংসারে,—
মরণে পরাণ যেন জাগে।।

নিজের মৃত্যু দিয়া সবার মরণ নাশি'
বিতরিতে চাহি আমি জীবন, যা অবিনাশী,
সবার লাগিয়া প্রাণ অবহেলে দিতে দান
মম অন্তর বর মাগে।।

(৩৭)

সবার ভিতরে তোমারি প্রকাশ
তাই ত' তোমারে চাই,
সবারে মিলায়ে সবার মাঝারে
তোমারে যেন গো পাই।।

একা একা যারা ছোটে নানা পথে
হয়ত একদা পাবে কোনো মতে,
তথাপি তাদের লাগিয়া আমার
ভাবনার শেষ নাই।।

সকলের সাথে আমারে মিলাও
মিলাও আপন হাতে,
সবার আলিঙ্গনের মাঝারে
তোমারে পাইব সাথে,
তুমি অবিরাম মম অভিরাম
তোমার বন্দনাই
লভুক সত্য-সেবার মূরতি
প্রতিটি জীবের ঠাঁই।।

(৩৮)

দেনার দায়ে সব বিকালি
কিছুই জমা রইল না,
রইল শুধু পরমপ্রভুর নাম,
তাতেই রে তুই থাক না লেগে
সকল আপদ যাবে ভেগে
সফল হবে সকল মনস্কাম।।

সকল ভাগ্যহীনকে নিয়ে
প্রাণের তারে সুর জাগিয়ে
আকুল কণ্ঠে ডাক দেখি রে, ডাক্
সবাই সবার স্বভাব-রবে
মাতাক আসমুদ্র ভবে
কোকিল, ময়ূর, পায়রা এবং কাক;
সবার মিলন রচুক ধরায়
নূতন পুণ্যধাম।।

মাতিস না আর মায়ার খেলায়,
জীবন যেন বয় না হেলায়,
সম্বল যার নাই রে কিছুই
হোস না তারে বাম।।

(৩৯)

নূতন বলিয়া কারে ভাবছিস ওরে ভাই
সে যে শাশ্বত পুরাতন,
ক্ষণে ক্ষণে নবরূপ করিয়া পরিগ্রহ
কাছে আসে নিতুই নূতন।।

স্বার্থের দায়ে যারে শত্রু বলিয়া ভাবি
সে ত' নহে শত্রু কখন,
প্রকারান্তরে সে যে সুহৃদের সেরা মোর
চিরসাথী সদা সনাতন,
তার মাঝে দেবতারে দেখিবারে বারে বারে
মোর যত প্রয়াস যতন।।

শত্রু মিত্র আজি সব এক হয়ে যাক,
প্রাণের বন্ধু বলি সবারে সাদরে ডাক্,
ছোট বড় সকলেই সমান প্রাণের ধন,
প্রিয়তম আপনার জন।।

(৪০)

বাসনা না থাকিত যদি
আঁখি কি বহাত কভু
দুখের নদী?

কামনা বাসনা আছে
তাই ঘোরে কাছে কাছে
শোক, দুঃখ, অনুতাপ
জনমাবধি।

লাভলোভ ছেড়ে দিয়ে
অপার সন্তোষ নিয়ে
জপ নাম অবিরাম
জুড়ায়ে হৃদি।

(৪১)

ইন্দ্রিয়-সুখ-তন্দ্রিত তব
যত আছে সন্তান
পার কি জননী, দিতে সকলেরে
নির্ম্মম বলিদান?
পার কি জীবনে ঘটাতে তাদের
নিতি নব-উত্থান?

পূতিগন্ধের আকর হইতে
টানিয়া তুলিয়া নিয়া
শুদ্ধ কর্ম্ম সুমহৎ ব্রত
তাহাদেরি হাত দিয়া
সমাপ্ত করি' রচিতে কি পার
মোহন মরূদ্যান,
ফিরাইয়া দিয়া জীবনের গতি,
সৃজিয়া নূতন ধ্যান?

নূতন জীবন করিয়া দান
ঘৃণিতের কর মোহাবসান
নূতন স্বাস্থ্য নূতন বীর্য্য,
দে গো মা নূতন প্রাণ।।

বারবার তারা মরিয়া মরিয়া
শিখুক মৃত্যুজয়,
অনন্ত কাল মৃত্যুর ভয়
তাদের যোগ্য নয়;
মরণের মাঝে মহাজীবনের
করুক না সন্ধান!
তবে ত বুঝিব,- "বীরপ্রসবিনি!
তারা তোর সন্তান!"

(৪২)

কারো একেলার তরে
নহি আমি, নহি রে,
একেলার তরে আমি নহি,
তাই ত' সবার বোঝা
সমভাবে বহি, ওরে
সতত বহি।।

যে যত করেছ ভুল
সব আমি নিব রে,
মমতা ও অনুরাগে
হৃদি ভ'রে দিব রে,
তাই সকলের শত
দুখ আমি সহি রে,
সাদরে সহি, ওরে
নীরবে সহি।।

তোদের অসহনীয়
জীবনের অনুতাপে,
তোদের মরম-দাহে
ত্রিতাপের অভিশাপে,
সাথে সাথে রহি আমি,
সাথে সাথে রহি ওরে
সাথে সাথে রহি।।

(৪৩)

সবই সেই পুরাতন খেলা।
অনন্ত কাল ধরি'
যুগে যুগে চলিয়াছে
সন্তের মেলা।।

কেহ কহে ;— "ঈশ্বর নাই,—
তবু আমি তাঁরে যেন পাই।"
কেহ কহে,— "আছে, আছে,
আছে রে!
যে যেমন নাম নিজ রুচিমত
বাছে রে!
তাঁর নাম তরণের ভেলা।"

নানা জনে নানা কথা
কহিতেছে নিত্য;
সত্য কহিছে সবে,
ইহাই মহত্ব।
নিজ মতে নিজ পথে
রহি' নিতি মত্ত,
চল যত স্বরূপের চেলা,
সাধন করিতে কেহ
করিও না হেলা।।

(৪৪)

ক্ষুদ্র বৃহৎ, তুচ্ছ, মহৎ
সবারে নমস্কার
সকলের তরে সজ্জিত মম
শ্রদ্ধার সম্ভার।।

মানুষে যখন সম্মান দেই,
নিজেরে সেখানে পাই।
নিজেরে যখন বাড়াইয়া ধরি,
নিজেরে হাটে হারাই ;—
ভুলে যাই নিজ করণীয় কাজ,
পরি যেন এক বানরের সাজ,—
বিকৃতবুদ্ধি, চঞ্চল, পশু,
কিছুতে তৃপ্তি নাই,—
অপদার্থতা কি আছে কোথায়
এর চেয়ে বেশী আর?

পরমেশ্বর! তুমি দয়া ক'রে
তৃণসম মোরে কর,
তোমারি কার্য্য সাধিবার তরে
করমুষ্টিতে ধর।

বিলীন করিয়া ভেদের বুদ্ধি
সেতু-নির্ম্মাণে করহ শুদ্ধি,—
কূপে নৃপে আর নদীতে মিশাও
করুণার পারাবার।।

(৪৫)

সুখ দুখ জগতের
শেষ কথা নয়।
এর মাঝে লভি আমি
নিতি নিজ পরিচয়।।

সুখের লাগিয়া আমি
প্রার্থনা করি না,
দুখ যদি আসে তবে
তাহারেও ডরি না।
ঈশ্বরে ভুলি কিনা,
এই মোর সদা ভয়।।

তাঁরে যদি নাহি ভুলি
জীবনে কি মরণে,
মন যদি সদা থাকে
তাঁহারি শ্রীচরণে,

প্রাণ যদি তাঁর নামে
লভিল চির-বিলয়,
ইহাতেই হবে মোর
শাশ্বত জয়।।

(৪৬)

কাটিয়া যে গেল কত প্রত্যহ,
কত দিবারাতি, কত বা যাম
প্রতীক্ষা ক'রে ব'সে আছি কবে
এ ধরা হইবে পুণ্যধাম।।

কবে সকলেরে টানিয়া লইবে,
কবে সকলের আপন হইবে,
উদার হৃদয়ে সবারে করিবে
স্নিগ্ধ, মুগ্ধ, তৃপ্তকাম।।

বিষয়ের বিষে লভিয়া মুক্তি
তোমাতে সঁপিবে বিমল ভক্তি,
সবাই সবারে যোগাবে শক্তি
হইয়া যাইতে আত্মারাম।।

(৪৭)

দিগ্ দিগন্তে ফুটুক তোমার হাসি,
প্রতি রোমকূপে বাজুক তোমার বাঁশী,
লোকলাজ আর অভিমান-রাশি নাশি'
রাখ মোরে তব প্রেমকণা-প্রত্যাশী।।
আমার যা-কিছু, দেহ-মন আর প্রাণ,—
নিঃসঙ্কোচে তোমারেই করি দান ;
নাহি যেন চাহি মোর নামে জয়গান,
ক্ষতি নাই যদি রাখ মোরে উপবাসী।।

হৃদয়েশ্বর! জীবনের অধিরাজ!
তোমারে নিয়াই আমার সকল কাজ ;
হৃদয়-তীর্থে করহ, কর বিরাজ,
বস, বস নাথ এই হৃদয়েই আসি'।।

(৪৮)

কাতর মিনতি করি,
শুন নিবেদন,
ঘুমঘোরে রাখিও না
মোরে অচেতন।।

অপার করুণা করি'
দূর ক'রে দাও হরি
আঁখি ঢাকি' রাখিয়াছে
যত আবরণ।।

তোমারে দেখিতে চাহি
জাগ্রত নয়নে,
কর্ম্মরণাঙ্গনে,
অন্তিম শয়নে ;
আঁখিনীরে অবগাহি'
ভাল যে বাসিতে চাহি
তোমারেই ওগো শুধু
হে চির-শরণ।।

(৪৯)

একটী স্রষ্টা কোটি বিশ্বের
জন্ম দানিয়া অবহেলে,
দুঃখের দিনে সেই কি আবার
দূরে চ'লে যাবে তোরে ফে'লে?
একটী নিমেষও লাগেনি তাঁহার
সৃজিতে বিপুল বিশ্ব-বাহার,
নাম-রূপ-রস গন্ধ-পরশ
নিঃশেষে দিল সকলি ঢে'লে।।

কি লাভ তাঁহার তুই অনর্থ
দুঃখ-বেদনা-যাতনা পে'লে?

সৃষ্টির মাঝে ধ্বংসের বীজ
লুকাইয়া আছে সঙ্গোপনে
ধ্বংসের মাঝে সৃষ্টির লীলা
চেষ্টিত সদা শিরোথানে
এ ভাঙা-গড়ায় দুঃখ কোথায়,
অভয়দাতার আশিস পেলে?
কেন আফশোষ, জীবনে কখনো
সুখ-দুখ আদি এলে বা গেলে?

(৫০)

ঋণের বোঝা বইতে নারি
বিষম হ'ল দায় ;
কেন রে ঋণ কত্তে গেলাম,
হায়রে নিরুপায়।।

সুদের জ্বালা আছে রে তার,
যার তুলনায় নরকও ছার!
বিন্দু কালে হয় রে সিন্ধু
বিরাট অতিকায়!!

যার যা আছে ঋণের বোঝা
ইশ্বরেরে দাও,
সরল মনে জীবন-প্রভুর
সেবক ব'নে যাও,
সত্যি যদি প্রাণটা তোমার
রক্ষা পেতে চায়
সদা যেন শরণ নিতে
ঐ চরণে ধায়।।

(৫১)

কমই কর আর বেশীই কর
ঋণ যদি কিছু করিয়া থাক,
ঋণ পরিশোধ না করা কিন্তু
কিছুতেই ভাই চলিবে নাকো।।

অথবা কিছুও যদি দিয়া থাক,
সেইটুকু জমা আছে মনে রেখো,
যাহা আছে বাকী তার মাঝে ফাঁকি
চলিবে না তুমি যতই ঢাকো,
গোপন বারতা প্রকাশ পাইবে
বিপরীত তুমি যতই হাঁকো।।

COLLECTED BY MUKHERJEE, TK, DHANBAD

কেহ হইবে না সহায় তোমার
চোর বলি' সবে করিবে ঘৃণা,
মরিচা ধরিয়া ফাটিয়া কাটিয়া
ছিন্ন হইবে তোমার বীণা;
কেহ আসিবে না নিকটে তোমার,
কাতর কণ্ঠে যতই ডাকো।
উপেক্ষা ভরে চলিয়া যাইবে
শত শত আর হাজারো লাখো।।

(৫২)

স্রষ্টার কৌশল
বুঝা সুকঠিন,
অপরিশোধিত কারো
থাকিবে না ঋণ।।

ধার কি উধার নাও
দ্রুত ফিরাইয়া দাও,
হও না যতই ধনী,
হও যত দীন।।

ঋণ ক'রে নেওয়া আর
না ফিরিয়ে দেওয়া
পচাইয়া দেয় যে রে
সঞ্চিত মেওয়া;
"শোধ করিতেই হবে"
ভাবো নিশিদিন।।

(৫৩)

একার কীর্ত্তি কিছুই ত' নহে
সবারে করহ কীর্ত্তিমান,
সবার পরশ একার কাজেরে
করুক দিব্য দীপ্তি দান।।

কাব্য-রচনা একাই করিও,
ইহাতে বহুর গণ্ডগোল
সৃজিবে মতের মহাতাণ্ডব
অকারণে হবে হুলস্থুল।
কিন্তু তোমার কাব্যের রস
আকণ্ঠ যেন করিয়া পানে
প্রতিটি মানব গাহে প্রেমভরে
বিশ্বমানব-মিলন গান।।

সবারে মিলাব, সবারে পাইব
আপন বক্ষে নিরন্তর;
তারি তরে সবে লভিয়াছি ভবে
মানব-জীবনে দেহান্তর।
আত্মা সবার বিশ্বতোমুখ,
সকলের কাজে সঁপিয়া প্রাণ
মানব-জাতিরে করিবে দেবতা,
দেবতারে দিবে নবোত্থান।।

(৫৪)

রকমারির নাই রে অন্ত
বসন্তের এই ফুলবাগানে।
সব ভ্রমরা নাচতে থাকে
গানে গানে তানে তানে।।

অতীত সকল দুঃখ মুছি'
কে দিল এই গানের রুচি,
এই কথাটাই কেউ ভাবে না,
এই কথাটাই কেউ না জানে।।

কিসে যে হয় কার আনন্দ,
কোনটা ভাল কোনটা মন্দ,
এই কথাটাই কেউ বোঝে না,
ঋতুরাজের কি হয় মানে।।

দুদিন পরেই থাক্‌বে নাকো
বসন্তের এই রূপের রেখা,
সবাই দেখো বিস্মরিবে
গানের গাথা যত্নে শেখা,
অনিবার্য্য মৃত্যু এসে
কইবে কথা কাণে কাণে।।

(৫৫)

একটী বুকের মাঝারে ঘটুক
কোটি বিশ্বের আলিঙ্গন,
একটী প্রাণের মাঝারে মিলুক
লক্ষ জনের সরস মন।।

সাগরের মত নহেক বিরাট
তুচ্ছ আমার ক্ষুদ্র মন,
তথাপি তাহার সম্বলে আছে
প্রেম নামে অতি ক্ষুদ্র ধন,
তারি মহিমায় যেন হ'য়ে যায়
সপ্তসাগর-সম্মেলন,
গোষ্পদে যথা পূর্ণিমা রাতে
সারা গগনের প্রতিফলন।।

ভেদাভেদ-বোধ দূর হ'য়ে যাক্,
মিলন ঘটুক সর্ব্বথা,
সবাই সবারে জানুক আপন
নাহি যেন হয় অন্যথা।
বিশ্বধাতার পুণ্য আশিসে
বিনাশ করিয়া স্বার্থের বিষে
সবাই সবার লাগিয়া করুক
হেলায় আত্ম-বিসর্জ্জন,
তরুণ অরুণ-উদয়ে সবাই
করুক সত্য নিরীক্ষণ।।

(৫৬)

ক্ষুদ্র একটী মন
করিতেছে আজি পণ,
অনন্ত কোটি নিদ্রিত প্রাণে
আনিবেই জাগরণ।।

নিজ সুখে দিয়া বলি
সর্ব্ব-অগ্রে হ'য়ে নেবে সে যে
মহাপৌরুষ-বলী।
নিজের ভিতরে সঞ্চিত করি'
স্বর্গীয় গুণাবলি

হেলায় করিবে আত্মবিসর্জ্জন,
আগে চাই তার হাতে আপনার
অধিকার অর্জ্জন।।

জগতের যত স্বার্থের মায়া
নিমেষে ছাড়িয়া দিয়া
সবার প্রাণের আপন হইবে
নিষ্কাম করি' হিয়া,
আত্মদানের সুদৃষ্টান্ত
করিবে প্রদর্শন,
সার্থক করি' তুলিবে নিজের
ধন্য নর-জীবন।।

(৫৭)

প্রেমালিঙ্গনে বাঁধিয়া লইয়া
বিশ্বের কোটি প্রাণ
সবার লাগিয়া সবারে পাইয়া
গাহিব তোমারি গান।।

একাকী গাহিয়া সুখ নাহি পাই,
তাই সাথে সারা বিশ্বেরে চাই,
তাই পরিজন, সমাজ, স্বদেশ
সকলেরে করি দান
যেথায় যা-কিছু পাই মহীয়ান্
সুন্দর অম্লান।।

এক ঠাঁই করি' নিখিল বিশ্বে
সমান দেখিব ধনী ও নিঃস্বে,
সকলের দুখে হব অনুদিন
সমভাবে ম্রিয়মাণ,
সকলের প্রতি মোর দিবারাতি
থাকিবে সমান টান।।

(৫৮)

আমি অতি ভীরু লোক,
সাহস বড়ই কম,
বড় কাজ এলে ঘাড়ে
আরোহণ করে যম।।

তবু মোর বিশ্বাস
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস
অনুখন জপে তব
মধুনাম অনুপম।।

নামেরি প্রতাপে মোর
দূরে যায় ভীতি-ঘোর,
দেবতা হইয়া ওঠে
দীন এই নরাধম,
তোমার নামেই আছে
ভবরোগে উপশম।।

(৫৯)

তুমি আমি এক, তুমি আমি দুই,
তুমি আমি বহু হয়েছি।
এই কথাটাই জনমে জনমে
যুগ যুগ ধ'রে কয়েছি।।

এক হ'লে কোথা মিলে প্রেমসুখ?
নির্জ্জলা জ্ঞান হরয-বিমুখ,
দুই হ'লে জ্বালা
করে ঝালাপালা।

যত সুখস্মৃতি রয়েছি,
অমৃত ছানিতে নিজের বাণীতে
দহন-বেদনা সয়েছি।।

তুমি আমি বহু হ'য়ে যদি থাকি
তথাপি বিভেদ-বোধ কেন রাখি?
পার-কূল-হীন
বিভেদ-মলিন
ঢেউ কেন বুকে বয়েছি?

(৬০)

ঘুচাও মনের অসার দ্বন্দ্ব
তোমার চরণ-পরশে।
ধরণীর দুখ কর বিদূরণ,
মাতাও সবারে হরষে।।

সকলেরে দাও সেই অধিকার
যাহাতে মিলিবে করুণা তোমার,
পিপাসিত প্রাণ ধন্য হইবে
তব দুর্ল্লভ দরশে।।

যত বিচিত্র হোক্ না সৃষ্টি,
তোমাতে পড়ুক সবার দৃষ্টি,
স্নেহ-মমতার ঝরুক বৃষ্টি
প্রতি মাসে, প্রতি বরষে,
মরুভূমিগুলি হোক সুশীতল
স্নিগ্ধ মধুর সরসে।।

(৬১)

আমারে পাইয়া একা
কর বড় জারিজুরি,
বুঝিলাম এ তোমার
ওস্তাদি বাড়াবাড়ি।
জানিলাম এ তোমার
বাদশাহি বাহাদুরি।।

একটী ধুলির ভার
সহিতে যে অক্ষম,
বুঝিতে পারনি সে যে
কতই অধমাধম,
তারে দিতে অকারণ
জীবনের শিক্ষা
বুকে পিঠে পিটাইছ
দশমোনি হাতুড়ী।।

আমি যদি পাইতাম
তোমার সিংহাসন,
রহিতাম দিবারাতি
গভীর যোগে মগন,
সকলের সব দুখ
করিতে উৎসাদন
দুইটী আঙুল দিয়া
দিতাম একটী তুড়ী।।

(৬২)

হতাশা আসিয়া বুঝি
গিয়াছে আমার প্রাণে,
আগের সুরেলা তান
নাহি বুঝি মোর গানে।।

সাগর মাপিতে গিয়া
জল শুকাইয়া যায়,
যে দিকেই আগু বাড়ি
মরু চলে পায় পায়
হর্ষ-উচ্ছ্বসিত ছিল যেথা, লোকালয়
হাসিহীন মশানে,
সেখানে দেখিতে পাই
নির্জ্জন শ্মশানে।।

তথাপি থামিব না রে,
গাহিয়া যাইব গান,
হতাশ বিষাদ ঘেরা
জাগাইব কোটি প্রাণ,
গানে যাহা পারিব না,
পারিব আত্মদানে।।

(৬৩)

মরমে মরিয়া আছি
পড়িয়াছি পঙ্কে,
মনমরা নাটকের
শেষতম অঙ্কে।।

কাটে দিন ভয়ে ভয়ে
সংশয়ে সমাকুল
কি জানি কর্ম্ম আসি'
শেষে না ফুটায় হুল।
জোরে পথ চলে যাই,
মনে সে সাহস নাই,
সারারাত কাটে মোর
কেবলই আতঙ্কে।।

এসব কাটিয়া যাবে
অচিন্তনীয় ভাবে,
নির্ভয় হব আমি
জননীর অঙ্কে,
মা রাখিবে ছেলে তার
অপগত-শঙ্কে।।

(৬৪)

গর্ব্ববিহীন, দর্পবিহীন
রহিয়া স্নিগ্ধ পলে পলে
বিনীত চিত্তে পরম বিত্তে
বুকে ধ'রে রাখ্ অবিরলে।।

একের লাগিয়া নহে সঞ্চয়,
বুকে ধ'রে রাখা শুধু অভিনয়,
যাহা কিছু পেলি
সবারে বিলালি
পরমানন্দে কুতূহলে।
সবাই লভুক সাধনার ধন
তোর কাছ থেকে অবহেলে।।

মজে আছে যারা তম-তন্দ্রায়,
মোহের ছলনে জীবন কাটায়,
সবাই সর্ব্ব-সম্পদ দিয়া
সৃজুক অমরা রসাতলে।
যে পথে চলিতে ভয় ছিল চিতে,
চলুক সে পথে দলে দলে।।

(৬৫)

কিছু নয় বাদ, ওরে
কিছু নয় বাদ,
সৃজিব মানব-মুখে
নূতন প্রবাদ।।

একটী আখর দিয়া
দিব আমি শুনাইয়া
ত্রিভুবনময় যত
আছে সংবাদ।।

একটী মুরলী-তানে
বহিবে বারি উজানে,
নদ-নদী-তটে যাবে
ঘুচি' অবসাদ।।

(৬৬)

তোমার হাতের নিশানা যদি না মিলে
কর্ম্মোৎসাহ রহে না দীর্ঘকাল,
মনে হয় যেন বিপত্তি দলে দলে
স্থির সাগরেরে ক'রে দিল উত্তাল।।

মনে হয় যেন হারিয়েছি মহাবল,
সামান্য বাধা মন করে চঞ্চল,
ঝঞ্ঝায় প'ড়ে জীবন-তরীর যেন
ভেঙ্গে যায় জল-উত্তরণের হাল।।

মনে হয় যেন অধীত বেদের বিদ্যা
মিথ্যা হইল আমার জীবন-ধর্ম্মে
তোমার প্রেরণা তোমার সৃজনীবুদ্ধি
জাগিবে না আর কাহারো মর্ম্মে মর্ম্মে,
সারাজীবনের অর্জ্জন-করা বিত্ত
হ'য়ে গেল যেন পুঞ্জিত জঞ্জাল।।

একবার তব হাতটী খুলিয়া ধর,
বুঝাইয়া দাও তুমিই ত' সব কর,
আমি তো তোমার করাঙ্গুলীর ভৃত্য,
তোমার আদেশে হাসি, কাঁদি, করি নৃত্য,
আমার জীবনে তুমিই পরম সত্য,
তুমি ছাড়া সব বিস্বাদ ও বেতাল।।

(৬৭)

হাসির প্রস্রবণে
লুকাইয়া আমি রাখিয়াছিলাম
রোদনের রামায়ণে।।

মুরজ মুরলী মন্দিরা দিয়া
হরষে যাদেরে দিনু জাগাইয়া
বিশ্বভুবন গানে মাতাইয়া
কণ্ঠের কলতানে
জানিতাম আমি কত কন্টক
পুঞ্জিত প্রতি প্রাণে।।

দুঃখই হ'ল পূজার আরতি,
ব্যথাই ধরিল হাসির মূরতি,
যন্ত্রণা-রাশি গোপনে গোপনে
অনিন্দ্য রূপায়নে
ফুটিয়া উঠিল নয়নে নয়নে
তব নাম-রসায়নে।।

COLLECTED BY MUKHERJEE, TK, DHANBAD

(৬৮)

বজ্রে আহত বনস্পতিরে
সান্ত্বনা দিব মোর ভাষায়;
মণি-মঞ্জুষা লুণ্ঠিত যার,
তারে জাগাইব নব আশায়।।

সম্বল ছিল যাহা কিছু যার,
চোর জুয়াচোরে করিল উজাড়,
কি লাভ হইবে দিবানিশি যদি
শোকে দুখে কেহ বুক ভাসায়?

নিজেরে জানিয়া নিঃস্ব অনাথ
একাকীই তোল্ কেশরি-নিনাদ,
কাপুরুষেরাই কাঁদিয়া কাটিয়া
শুধু পথচারী লোক হাসায়।
বীর যারা, তারা নহে দিশাহারা,
হারানো রতন ফিরিয়া পায়।।

(৬৯)

কাতর মিনতি তব পায়,
মন যেন তোমা ছাড়া
কাহাকে না চায়।
ছাড়িয়া বিষয়-তৃষা
ভুলিয়া লাভের আশা
মন যেন দিবারাতি
সেই পথে ধায়,
যে পথে মিলিব তব
চরণ-ছায়ায়।।

অনেক চাহি না নাথ
তোমার কাছে,
কাজে লাগাইতে চাহি
যা মোর আছে,—
সবারে করিব পার
আমার এ নায়।।
ভেঙ্গেছে তরণী মোর
তটিনী-তটে,
কেবল তোমার নাম
স্থাপিত ঘটে,
তাই আমি কভু নাহি
হই নিরুপায়।।

COLLECTED BY MUKHERJEE, TK, DHANBAD

(৭০)

কাতর মিনতি করি
চরণ ধরি',
আমারে রাখিও হরি
তোমার করি'।।

নিজ-সুখ-বাসনায়
আমারে যেন না পায়,
পরম শরণ হোক্
চরণ-তরী;
ঝড়-ঝঞ্ঝারে যেন
কভু না ডরি।।

থেকো মোর সাথে সাথে
সারাদিনে সারারাতে,
তোমারে না ভুলি যেন
বাঁচি কি মরি,
পরম দুখেও যেন
তোমারে স্মরি।।

(৭১)

অস্তশিখরে উঠিয়াছে রবি
ক্ষণিক পরেই হবে আঁধার,
থাকিতে থাকিতে আলোকিত ছবি
ক'রে নে রে কাজ, যা আছে যার।।

জনে জনে কাজ কত বিভিন্ন,
একের সাধনা জানে না অন্য,
কেহ বুঝিবে না কাহার উপর
পড়েছে কাজের কতটা ভার।।

কলহ করিয়া কোন লাভ নাই,
যার যার কাজে লেগে যাও ভাই,
বল সঞ্চয় কর, অনায়াসে
করা চাই ভবসাগর পার।।

(৭২)

অনেক ভাবনা চিন্তা করিয়া
শুরু করি মোর প্রগ্রাম,
ঝঞ্ঝা ও ভূমিকম্প তখনি
আরম্ভ করে সংগ্রাম।।

কত যন্ত্রণা, ব্যথা ও বেদনা
পদে পদে করে যুদ্ধ ঘোষণা,
একি নিদারুণ মহিমা তোমার,
ধন্য হে তব গুণগ্রাম!
তুমি চাহ কিগো আয়ু থাকিতেই
নেই যেন চির-বিশ্রাম?

তোমাতে আমাতে এহেন দ্বন্দ্ব
চলে না, চলে না, চলে না ;
পরম অরিও শত্রুরে বুঝি
এভাবে কখনো ছলে না।
কেন তুমি বাধা দাও প্রতি কাজে
সৃজিয়া বিঘ্ন অবিরাম?

শান্ত কর গো অশান্ত তব
চঞ্চল খামখেয়ালি,
নাশিয়া তিমির প্রতিষ্ঠা কর
মিলনোজ্জ্বল দেয়ালি,
সবারে সবার আপন করিয়া
কর গো সবারে নিষ্কাম,
তবে ত' তোমারে বন্দনা করি'
পুণ্য করিব ধরাধাম।।

(৭৩)

উদ্ধত অহমিকা সৃষ্টি করিতে চাহে
মায়াময়ী মরীচিকা আমারে ঘিরি'
পড়েছি বিপদে তাই দিশা বা বিদিশা নাই,
তোমার চরণ-কাছে কি ক'রে ফিরি?

আমার অহং তুমি নাও, কেড়ে নাও,
করুণা-নয়ন-পাতে অধমে তাকাও,
শুনুক নিখিল-প্রাণী
তোমার আদেশ-বাণী
শুনুক সবিস্ময়ে নদী ও গিরি।।

তোমারে না চিনি হায় নয়ন বিপথে ধায়,
তাই ভুলে যাই মোর ব্রতের ধারা
কাহারেও না ভজিব, কাহারেও না সেবিব
পরমেশ্বর প্রভু তোমারে ছাড়া,
তোমারি করিব পূজা হৃদয় চিরি'।।

(৭৪)

কত মাথা কুটিয়াছি
তোমার চরণ-তলে
"বিপদে শরণ দাও,
এ কথাটী ব'লে ব'লে।

COLLECTED BY MUKHERJEE, TK, DHANBAD

শুনিয়াছি তব হাসি
শুনিয়াছি তব বাঁশি
হাত বাড়াইয়া দেখি
গিয়াছ নিমেষে চলে
খুঁজিয়া পাইনি হায়
গগনে সাগর-তলে।।

জানিয়াছি কাছে আছ
সারাদিনে সারারাতে
তবু লুকোচুরি কেন
দীন অধমের সাথে?
যখনি খুঁজিতে যাই,
তুমি নাই, তুমি নাই,
কোন্ প্রয়োজন আছে
তোমার এহেন ছলে?

(৭৫)

মিলনের মহামৃদঙ্গ যেন
কাণে কাণে মোর নিয়ত বাজে
সবারে ছাড়িয়া তাই ত' গো আমি
একাকী তোমারে চাহিব না যে।।

মন্দার মালা

তুমি যে আমার, তুমি সবাকার,
কখনো সাকার, কভু নিরাকার,
কভু তুমি রূপ, কভু তুমি নাম,
নানা ভূমিকায় নানান্ কাজে,
তাই ত' সকলে যে যেমন পারে
খুশীমত তোমা যজে ও যাজে।।

তোমারে লইয়া বিবাদ করার
কোনোও অর্থ নাই,
যে যে-ভাবে বলে সেই ভাবে চ'লে
তোমারেই শুধু পাই,
আমার প্রণাম পৌঁছিয়া যায়
বিশ্বভুবন-রাজে।।

(৭৬)

দুঃখ-বেদনা গ্রাহ্য করি না,
প্রেম দিও এক কণা,
শত-বিঘ্নেও লেগে থাকি যেন
হয়ে অনন্যমনা।।

COLLECTED BY MUKHERJEE, TK, DHANBAD

তোমারে যেন না ভুলি কভু,
জীবিতেশ্বর, পরমপ্রভু,
দিকে দিকে যেন নব-শক্তির
শোণিত-সঞ্চারণা
ঘটাইতে পারি তোমার নামের
সৃজিয়া উন্মাদনা।।

দুঃখ সবাই ভুলিয়া যাক্,
প্রেমে মজবুর হইয়া থাক,
তারি মাঝে আছে নবজীবনের
পরম সম্ভাবনা।।

(৭৭)

একটী প্রাণীও বাদ দিয়া নহে
সবারে লইয়া আমার ঘর,
ভূত-ভবিষ্য বিস্তার করি'
মিলাব সকল আপন পর।।

ঘুচাব হিংসা, ঘুচাব ঈর্ষ্যা
পর-সম্পদে অযথা লোভ,
প্রতারণা আর বঞ্চনা-রুচি
বিবেক-শাসনে করিব লোপ।
প্রেমই সত্য, প্রেমই নিত্য,
প্রেম হয়ে থাক অনশ্বর।।

প্রেমের শিক্ষা, প্রেমের দীক্ষা
যত কলঙ্ক মুছিয়া দিক,
ধ্রুবতারা হয়ে প্রেমময় হিয়া
সবারে দেখাক্ সঠিক দিক,
প্রেমানুশীলনে মানুষ দেবতা,—
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শশি-শেখর।।

(৭৮)

মানুষের সাথে মানুষের মত
মানুষের পরিচয়,
যত হবে বেশী, ধরণী হইবে
তত আনন্দময়।
মানুষ কখনো হেলার বস্তু নয়।।

মানুষের দিকে রাখিয়া মন
সযতনে গড় নিজ জীবন,
তার আদর্শ সুমুখে রাখিয়া
কর প্রাণমনোলয়।
তারি পদাঙ্ক অনুসরণিয়া
মানুষ মানুষ হয়।।

COLLECTED BY MUKHERJEE, TK, DHANBAD

হৃদয়ে রাখিয়া ত্যাগোদ্দীপনা
এস করি মোরা মানুষী-সাধনা
অযুত কণ্ঠে গাহিয়া বেড়াই,—
"জয় মানুষের জয়।"

(৭৯)

জীবন কাহারো কাছে শুধু অভিনয় রে;
কারো কাছে ইহা মহাযজ্ঞ,
বনের মহিষ-সম আজীবন খেটে হায়
কেহ বা রহিয়া যায় অজ্ঞ।।

মামুলী মানুষ রূপে লভিয়া জীবন
কত জনে করি ঘোর তপঃসাধন
হল রে দেবতা, মহা-ঋষি ত্রিকালজ্ঞ।

কেহ কেহ খুঁজে পেল ভগবন্নাম
জীবনের আশ্রয়, পরম আরাম,
বিলাইল জীবে জীবে দানিতে আরোগ্য।।

তুই যদি চলিস রে তাঁহাদের মত,
নিষ্কৃতি পাইবে রে জীব শত শত,
প্রতিজনে হবে ঋষি, দেবতার যোগ্য।।

(৮০)

আশা ক'রে ক'রে নিরাশ হইলে
মনে জাগে পরাজয়ের গ্লানি,
স্থির বিশ্বাস যায় টলে আর
প্রত্যয়-মূলে ঘটে যে হানি।।

হিসাবী আদৎ ঝুড়িয়া ঝাড়িয়া
তাই আশা করা দিয়াছি ছাড়িয়া,
বসে আছি শুধু প্রত্যাশা নিয়া
কবে যে শুনিব তোমার বাণী।।

তোমার মহিমা, তোমার প্রতাপ
শাস্ত্রে যা' আছে, নহে অপলাপ,
তবু প্রতীক্ষা দুরু দুরু বুকে,
কবে যে আসিবে, আমি কি জানি?

(৮১)

তোমার নামে আমার সাথে
ঘটল যাদের পরিচয়,
তারা যেন সত্যি সত্যি
তোমার কাজের যোগ্য হয়।।

নামাবলির ধ্বজা তুলে
তারা যেন মনের ভুলে
তোমার পূজার নামটি ক'রে
স্বার্থপূজায় না হয় লয়।
তোমার পূজার কালেই যেন
তোমার পূজার নামটী লয়।।

তোমার নামের হোক্ জয়গান,
এতেই তুষ্ট আমার পরাণ,
নিজের যশের জন্য কভু
আমার পরাণ কাতর নয়।
লক্ষ উপলক্ষ্য ধ'রে
সবাই গাহুক তোমার জয়।

(৮২)

আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের মাঝে
তেলের ঘানিতে জুড়েছ মোরে,
কিছুতেই নাই কাজের কামাই
দিনে রাতে আর সাঁঝে ও ভোরে।।

দ্বিধা ও দ্বন্দ্বে দিয়া অবসান
তুমিই ত' মোরে দিবে হে ত্রাণ,
তোমারি কৃপায় লভিব নিত্য
সত্য-সুরভি নবীন প্রাণ;
করিব সাধন, কাটিব বাঁধন
অনায়াসে তব কৃপার জোরে।।

ঝঞ্ঝার মত অবাধ গতিতে
মাতাইয়া সারা দেহ-মন-চিতে
অতীব গোপনে অতীব নিভৃতে
অঞ্জলি দিব চরণোপরে।।

(৮৩)

নূতন রকম জীবন-চর্য্যা,
নব আবেশের দৃষ্টিভঙ্গী
হোক আমাদের সাধনার পথ,
সারা জীবনের নিত্যসঙ্গী।।

হীন বাসনার পদ-সঞ্চারে
ধ্বংস করিব সাথে সাথে তারে,
হবে না আপোষ প্রলোভন-সাথে,
থাকিতে হইবে নিরেট জঙ্গী।।

আমাদের কাজ সুবিপুল ভবে,
একথা ভুলিলে কি করিয়া হবে?
নিখিল জগৎ মোদের অঙ্গ,
মোরা জগতের প্রাণদ অঙ্গী।।

(৮৪)

তোমারেই দিব আমার জীবনখানা,
এই আশাতেই বাঁধিয়া রেখেছি প্রাণ।
যত বাধা হোক, শুনিব না কারো মানা,
সাহসে চলিব নির্ভীক অম্লান।।

দলে দলে যারা বিপথে ছুটিয়া যায়,
এমন বন্ধু কেহ নাহি কেন হায়,
যারা বলে দেবে রক্ষার সদুপায়
যাহাতে হইবে মৃত্যুও মহীয়ান্।।

যাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ কেহই নাই,
তোমার চরণে সমবেত এক ঠাঁই;
তোমারে পাইলে বিশ্বজগতে পাই
মহাজন যারা প্রেমরসে গরীয়ান্।।

(৮৫)

নব সৃজনের আনন্দে মোরে
কর হরি মাতোয়ারা,
নূতন পৃথিবী, নব-সভ্যতা,
নবীন চিন্তাধারা।।

স্বার্থের পানে না রাখি' লক্ষ্য
সবাই সবারে বিলাক সখ্য,
ভেদ-বিচ্ছেদে আনিতে ঐক্য
সেবায় আত্মহারা।
লক্ষ্য থাকুক স্থির গগনের
শাশ্বত ধ্রুবতারা।।

হাজার বজ্র-বেণু-বীণা মাঝে
অফুরান যেন নির্ভয়ে বাজে
আত্মদানের অফুরণ কাজে
করধৃত একতারা।।

(৮৬)

স্বেচ্ছায় আমি করি নাই কিছু,
তুমিই আমারে করিয়েছ,
নিজের খুশিতে ধরি নাই কিছু,
তুমিই আমারে ধরিয়েছ।।

COLLECTED BY MUKHERJEE, TK, DHANBAD

যশের লালচ ছিল না আমার,
ছিল না আমার ধনের লোভ,
এ-পথ ও-পথ সে-পথ হইতে
তুমিই আমারে সরিয়েছ।।

বরণের সাধ ছিল না কাউকে
মরণের ভয়ও ছিল না কিছু
পুতুল নাচার মতন করিয়া
তুমিই আমারে নড়িয়েছ।
আমার ক্ষুদ্র বাসনা কামনা
নিজ হাতে তুমি ঘুরিয়েছ।।

কোন্‌টা আমার কোন্‌টা তোমার
করি নাই কোনো বাছ ও বিচার,
তোমারি ইচ্ছা পুরিতে জীবন
সুখে ও দুঃখে ভরিয়েছ।।

(৮৭)

নানা ভাবনায় ভরিয়া দিয়াছ
জীবন খানারে মোর;
তোমার চরণে করিয়া লগ্ন
ফিরাও তাহার মোড়।।

তুমি যদি কর
সব হতে পারে,
আমি বৃথা ভ্রম
করি বারে বারে,
আমারে ফিরাও তোমার সুপথে
একটু করিয়া জোর।।

সন্ধ্যা হয়েছে বহুদিন হোলো
তমসায় ঢাকা ধরা-রসাতল
বুঝিতে আমায় দাও দয়া করি'
দেরী নাই হ'তে ভোর।।

(৮৮)

দুঃখ-বেদনা দিয়াছ বলিয়া
অভিমান আমি করিব না,
সব মেনে নিব করিয়া আনত শির,
যাতনা-পীড়ন পরশ-রতন
করিবে আমারে ধীর।।

অবনতি-দশা ঘুচাইবে মোর
কাটি' অবহেলে নয়নের ঘোর,
তোমার আশিসে লভিব একদা
সেরা ধন ধরণীর।

COLLECTED BY MUKHERJEE, TK, DHANBAD

দুঃখ ত শুধু দুঃখই নহে;
দুঃখ সহি' যে অক্ষত রহে,
নির্ভয়ে নিজ পথ বাহি' যায়
সেই ত' মহান্ বীর।
সৌরভ তার গৌরবময়,
গর্ব্ব সে অবনীর।।

(৮৯)

এক্ষণি ভোর হয়ে যাবে তাহা জানি,
পূরব গগনে এল বুঝি ঊষারাণী,
আমার চক্ষে পড়িয়াছে হায় ছানি,
তাই তো খবর জানিয়াও নাহি জানি।।

তোমার যদি গো থাকে কোন দরকার
নয়নে আমার খুলিয়া দাও দুয়ার,
দূর কর মোর হতাশার হাহাকার
শান্তি-নিলয় তোমারেই শুধু জানি।।

ধন্য কর গো বিশ্বাস করি' দান,
তবে ত' কণ্ঠ গাহিবে তোমার গান,
তবে ত' তোমার চরণে সঁপিয়া প্রাণ
প্রচার করিব তোমার মহতী বাণী।।

(৯০)

ভোর হতে দেরী নাই,
জানি আমি জানি গো,
ভোর হতে বেশী দেরী নাই।
শীতের কুয়াশা ভেদি'
উজলি' আঁধার হৃদি
তব বন্দনা তাই গাই।।

জাগিয়াছি বটে, তবু জাগা যে হ'ল না হায়,
একা জেগে কোন্ লাভ হ'ল এই দুনিয়ায়,
বিশ্বজগতে যদি নাহি দেখি জগতের
সবারে মিলিত এক-ঠাঁই?
একের মাঝারে আমি সকলেরে চাই।।

নানা ভাষা নানা বেশ নানা উপচার
নানা দেশে নানা রূপ আছে অধিকার,
যত আছে বিচিত্র, করি সবে একত্র
হইতে হইবে ভাই-ভাই,
সকলের নয়নের প্রেমমাখা কিরণের
মিলনে সাজিবে রোশনাই।।

(৯১)

চলিতে চাহি না পথ,
বলিতে চাহি না কথা,
গাহিতে চাহি না গান
অকারণে যথা তথা,
ভাবি শুধু বিশ্বাস ফিরে পাই কি ক'রে
গাড়ী কি চলিবে ইন্‌জিন্‌ যদি বিগড়ে?

মাটিতে নামিয়া আসা আগেকার প্রয়োজন,
তবে ত' সফল হবে কৃষকের আয়োজন!
বীজ চাই, সার চাই, চাই জলসিঞ্চন,
ফুল কি ফুটিবে মাটি না থাকিলে শিকড়ে?

বিশ্বাস হারাইয়া সব হারাইলি তুই,
পদতলে রহিল না একটুখানিক ভুঁই,
ফিরে চল, ফিরে চল, চাই বিশ্বাস-বল;
প্রাসাদ গড়িস না রে নভে মেঘ-শিখরে।।

(৯২)

সবারে জাগাও প্রভু
সবারে জাগাও,
সবারে তোমার কাজে
এখনি লাগাও।।

ছোট বড় সকলেরে
ডাক সমভাবে,
ডাক কাণে কাণে, ডাক
গভীর আরাবে।

যে পড়েছে শঙ্কটে,
যে মহাসুখী,
অভাব যাহার নাই,
যে চির-দুখী,
সকলেরে দয়া ক'রে
কোল পেতে নাও।।

পাপ, তাপ, কলঙ্ক
মুছাইয়া দাও,
সবার চোখের জল
সাদরে মুছাও,
বিষয়-বিকার-রাশি
নিমেষে ঘুচাও,
কোল পেতে দাও সবে
কোল পেতে দাও।।

(৯৩)

তোমারে বিশ্বাস যদি
নাহি করিতাম,
কত জানি দাবানলে
জ্বলে মরিতাম।
(ওগো) জ্বলে মরিতাম।।

কোমল-কুসুম-বনে
পরিমল আহরণে
বিফল হইয়া ভাণ্ড
ভুলে ভরিতাম।
(ওগো) বিষে ভরিতাম।।

গড়িতে চাহিয়া শিব
কামার্ত্ত নারকী জীব
হীনযোনি নীচ-জাতি
শুধু গড়িতাম।
(ওগো) শুধু গড়িতাম।।

আজি যে স্বপন নিয়া
চলেছি পথ বাহিয়া,
ব্রাহ্মণ হইবে সবে
পূত-পরিণাম।
(ওগো) পূত-পরিণাম।।

(৯৪)

বিশ্বাস আমি করিয়াছিলাম।
তাইত হতাশা-বিরস আননে
হাসির জোছনা দেখিতে পেলাম।।

তাইত ইহারা ভুলিয়াছে শোক,
পরিয়াছে দেহে নব-নির্ম্মোক,
অতীতের সব ভুলিয়াছে দুখ,
ভাবিছে ভবিষ্যৎ অবিরাম।।

সৃজিবে ইহারা নূতন জগৎ,
গড়িবে ইহারা নবীন ভারত,
শ্রদ্ধিত এরা করিবে জগতে
ভারতমাতার পুণ্যনাম।।

(৯৫)

হিসাব ক'রে পা ফেলে যা,
ওরে, ও মন্দমতি
পথে আজ ভীষণ আঁধার
না হয় যেন অসঙ্গতি।।

তালে তালে ফেলবি রে পা,
গতিবেগ নে কমিয়ে,
ধীরে হোক তথাপি তুই
সুর ও তাল নে জমিয়ে।
কাঁটা যদি ফোটে পায়ে
চঞ্চল হোসনে অতি,
বিপদে পড়্‌লে তোরে
টেনে নেবেন জগৎপতি।।

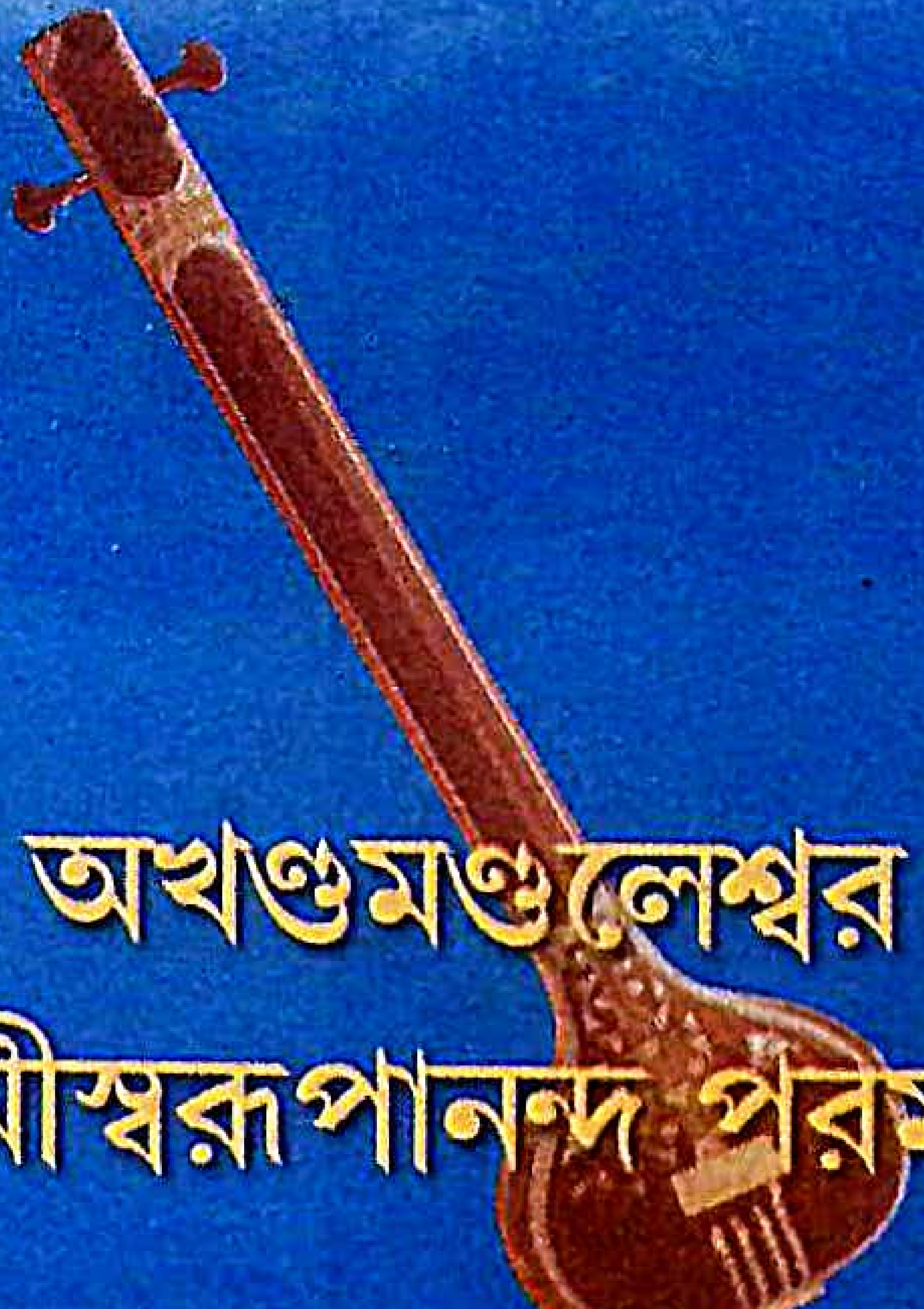
তাঁরি কাজ করবি রে তুই
নিজের আছে কোন্ প্রয়োজন,
তবে কেন শক্ত সহজ
ভালমন্দের করবি ওজন?
এক-রোখা তোর মন্ত্র জ'পে
জয় ক'রে নে নিজের গতি,
যার ভিতরে বিশ্বজনের
পূর্ণ পুণ্য পরিণতি।।

(সমাপ্ত)

মন্দরমালা

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

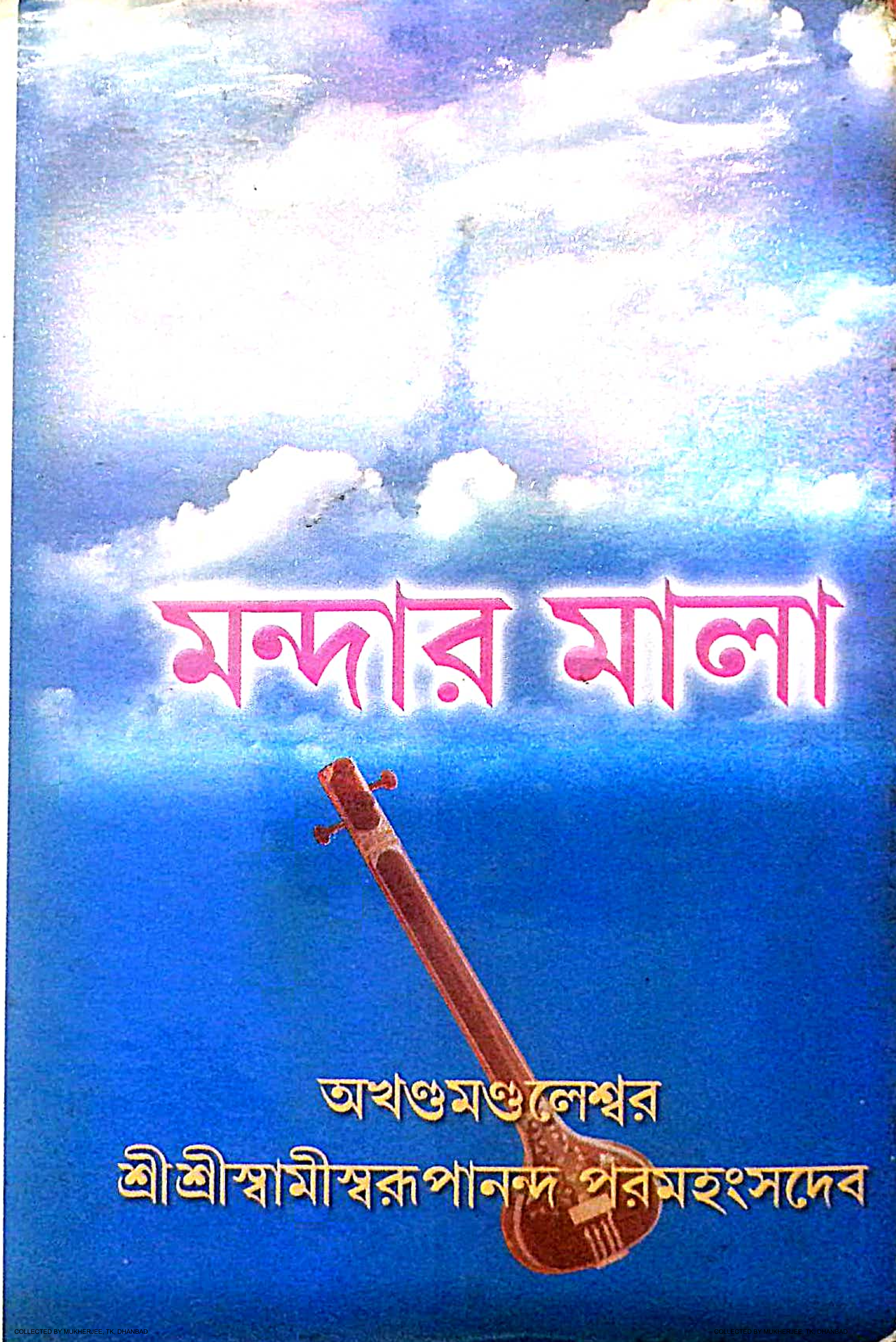
মন্দার মালা



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামীস্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

COLLECTED BY MUKHERJEE, TK, DHANBAD


মন্দার মালা
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামীস্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
মন্দার মালা
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামীস্বরূপানন্দ পরমহংসদেব


মন্দার মালা
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামীস্বরূপানন্দ পরমহংসদেব